দৈনিক ইনকিলাব

153

তারিখ ... 3 1 JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

# ক্যাম্পাসে ৩ ঘন্টাব্যাপী বন্দুক যুদ্ধ ঃ ৫শ' রাউণ্ড গুলী

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

মুজিববাদী ছাত্র লীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সশস্ত্র কর্মীদের বন্দুক যুদ্ধে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। তিন ঘন্টাব্যাপী এই বন্দুক যুদ্ধে কমপক্ষে ৫শ' রাউণ্ড গুলী বর্ষিত হয় এবং পুরো ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সিণ্ডিকেট অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আজ সকাল ৮টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সিণ্ডিকেটের এক জরুরী সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গতকাল ব্যাপক গোলাগুলীর ঘটনায় ৭/৮ জন ছাত্র আহত হয়। তন্মধ্যে জাহাঙ্গীর ও নীহার নামে দু'জন ছাত্রের হাতে গুলী লাগে এবং সোহেল নামে অপর এক ছাত্রের হাত কেটে যায়। এছাড়া ছুটাছুটি করতে গিয়ে আরো কজন ছাত্র আহত হয়। গতকাল দুপুরে ডাকসু ভবনের সামনে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের এক সমাবেশকালে মুজিববাদী ছাত্র লীগের একটি মিছিল 'খালেদা জিয়া' সম্পর্কে উস্কানিমূলক স্লোগান দিতে দিতে পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়। এসময় ছাত্র দলের সমাবেশ থেকে কিছু কিছু তরুণ 'ধর ধর' আওয়াজ তুলে। পরে ছাত্র লীগের মিছিলটি ভিসির অফিস ঘেরাও করে এবং ভিসির পদত্যাগ দাবী করে। এসময় ছাত্র লীগের কিছু উচ্ছৃংখল তরুণ ভিসি অফিসে ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। ভিসি অফিস ভাঙচুর শেষে ফেরার পথে মুজিববাদী ছাত্র লীগের মিছিল থেকে পর পর কয়েক রাউণ্ড ফাঁকা গুলিবর্ষিত হয়। গুলীর শব্দের সাথে সাথে মুহসীন ও সূর্যসেন হল এলাকায় ছাত্র দলের কর্মীরা তৎপর হয়ে উঠে এবং পাল্টা গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এদিকে মুজিববাদী ছাত্র

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লীগের মিছিলকারীরা গুলী করতে করতে জহুরুল হক হলের সামনে অবস্থান নেয় এবং হলের ভেতর থেকে অস্ত্র হাতে ছাত্র লীগের আরো কিছু কর্মী বেরিয়ে এসে তাদের সাথে যোগ দেয়। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে বেপরোয়া গুলী বিনিময় শুরু হয়।

এদিকে মুহুর্মুহু গুলীর শব্দে ক্যাম্পাসে তীব্র আতংকের সৃষ্টি হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি শুরু করে। কর্তব্যরত পুলিশও মুহূর্তের মধ্যে নিরাপদ স্থানে সরে যায়।

প্রায় এক ঘন্টাকাল জহুরুল হক হল ও মুহসীন হল এলাকা থেকে দু'পক্ষের মধ্যে গুলী বিনিময় চলতে থাকে। এসময় কলাভবন এলাকা থেকে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী সংঘর্ষ দেখছিল। দুপুর একটা ৫৫ মিনিটে মুজিববাদী ছাত্র লীগের একটি গ্রুপ জগন্নাথ হল থেকে এসে গুলিবর্ষণ করতে করতে টিএসসি এলাকা অতিক্রম করে কলা ভবনের দিকে অগ্রসর হয়। এবার অন্যদিক থেকে হ্যাংং গুলিবর্ষণের শব্দে কলাভবন চত্বরের শত শত সাধারণ ছাত্র দিগ্বিদিক ছুটাছুটি শুরু করলে চরম আতংকের সৃষ্টি হয়। এসময় ভিসির বাড়ীর সামনে এবং মধুর কেন্টিন এলাকায় অবস্থানরত পুলিশ প্রাণভয়ে দিশেহারা হয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে থাকে এবং কেউ কেউ মাটিতে শুয়ে পড়ে।

এদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের তরুণরা গুলী করতে করতে কলাভবনের সামনের ও পেছনের উভয় দিক দিয়ে অগ্রসর হয়। এক পর্যায়ে ছাত্র লীগ কর্মীরা পিছু হটে যায় এবং টিএসসি এলাকায় অবস্থান নেয়। বিকেল ৪টা পর্যন্ত গুলিবর্ষণ চলতে থাকে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সংঘর্ষকালে উভয়পক্ষের তরুণদের কাটা রাইফেল, চাইনীজ রাইফেল, স্টেনগান, রিভলবারসহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ছুটাছুটি করতে দেখা যায়। তবে পুলিশ কোন অস্ত্রধারীকে গ্রেফতারের চেষ্টা করেনি। ডাঃ মিলন হত্যার কয়েকজন আসামীকেও সংঘর্ষে সক্রিয় দেখা যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। এছাড়া জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ক্যাম্পাসে বেশ কয়েকবার খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করে। মিছিলে 'হৈ হৈ রৈ রৈ— মুজিববাদী গেল কই ?' ইত্যাদি স্লোগান দেয়া হয়। রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদের ভিপি শিরীন সুলতানা ও জিএস সাহানা আক্তার সানু এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন, সংঘর্ষের একপর্যায়ে মুজিববাদী ছাত্র লীগের সশস্ত্র তরুণরা এ হলে ঢুকে পড়ে এবং ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

ভয়ার্ত শিশু আর উৎকণ্ঠিত মা-বাবা

দুটি ছাত্র সংগঠনের ৪ ঘন্টাব্যাপী এই ছাত্র সংঘর্ষের কারণে ক্যাম্পাসে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল ও উদয়ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আটকা পড়ে যায়। স্কুলের ছেলে-মেয়েদের নিতে আসা মা-বাবা ও অভিভাবক ক্যাম্পাসের আশপাশে উৎকণ্ঠায় প্রহর গুণতে থাকেন। মুহুর্মুহু গুলীর শব্দে এ সময় স্কুলের ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা ভয়ে চিৎকিয়ে উঠছিল বলে জানা গেছে। বিকেল সাড়ে তিনটায় পুলিশ স্কুল সংলগ্ন এলাকার পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনলে এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয়। অপেক্ষমাণ মা-বাবা ও অভিভাবকরা এসময় দৌড়ে গিয়ে স্কুলের ভেতর ঢুকে পড়েন এবং ব্যাকুলভাবে তাদের ছেলে-মেয়েদের খুঁজতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলে-মেয়েদের সাথে নিয়ে অভিভাবকরা অতি সন্তর্পণে এলাকা ত্যাগ করেন। এসময় পুলিশ হ্যাণ্ড মাইকে বার বার অনুরোধ জানাতে থাকে— "অস্ত্রধারী ভাইয়েরা। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা বাড়ী ফিরছে। আপনারা এমন কিছু করবেন না যাতে তাদের জীবনহানি ঘটতে পারে।"

**বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা প্রতিবাদ**

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্যাপক গুলিবর্ষণের ঘটনায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন উদ্বেগ প্রকাশ করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছে। এসব সংগঠনের মধ্যে রয়েছে— সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র লীগ (লুৎফর-আসাদ), ছাত্র লীগ (সাত্তার-সামস), গণতান্ত্রিক ছাত্র কেন্দ্র, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি এবং প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল।